রং-তুলিতে মেসি, আলোচনায় কুষ্টিয়ার শিল্পী শরিফুল শেখ

বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসির প্রতি ভালোবাসা থেকে বিশাল দেয়ালজুড়ে তার প্রতিকৃতি এঁকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার তরুণ শিল্পী শরিফুল শেখ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার আঁকা ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রশংসা কুড়াচ্ছেন তিনি।
প্রতিদিনই বিভিন্ন বয়সী মানুষ সেখানে ভিড় করছেন, ছবি তুলছেন এবং শিল্পীর সৃজনশীলতাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।
ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদূরপুর এলাকার আড়কান্দী বাজার সংলগ্ন কয়েকটি দোকানের ফাঁকা দেয়ালে প্রায় ১৫ ফুট বাই ১০ ফুট জায়গাজুড়ে নিজ খরচে চারটি বড় আকারের ছবি এঁকেছেন শরিফুল। এর মধ্যে দুটি রঙিন এবং দুটি সাদা-কালো প্রতিকৃতি রয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা ছাড়াই একান্ত ভালোবাসা ও আবেগ থেকে তিনি এ কাজ করেছেন।
শরিফুল শেখের বাবা মৃত নুরুল ইসলাম এবং মা আকলিমা খাতুন। পেশাগতভাবে তিনি একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। পাশাপাশি ভেড়ামারার ব্রাইট ফিউচার মডেল স্কুলে ড্রইং শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। শুধু চিত্রকলাই নয়, তিনি লোকসংগীতের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।
শরিফুল শেখ জানান, ২০০২ সাল থেকে তিনি আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসির প্রতি তার ভালোবাসা আরও গভীর হয়েছে।
তিনি বলেন, “২০০২ সাল থেকেই আমি আর্জেন্টিনা সমর্থন করি। পরবর্তীতে মেসির খেলা, ব্যক্তিত্ব ও সংগ্রামের গল্প আমাকে মুগ্ধ করে। তাই সুযোগ পেলেই তার ছবি আঁকার চেষ্টা করি।”
তিনি আরও বলেন, “গত বিশ্বকাপের সময়ও আমি মেসির একটি ছবি এঁকেছিলাম। এবারও সম্পূর্ণ নিজের অর্থায়নে এবং ভালো লাগা থেকেই এই কাজ করেছি। কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল না।”
স্থানীয় আর্জেন্টিনা সমর্থকরা বলছেন, এমন উদ্যোগ শুধু ফুটবলপ্রেমই নয়, শিল্পচর্চারও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে ছবি দেখতে আসছেন এবং শিল্পীর সঙ্গে স্মৃতি ধরে রাখতে ছবি তুলছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল লতিফ জানান, গ্রামাঞ্চলে এমন বড় ক্যানভাসে আন্তর্জাতিক তারকার প্রতিকৃতি খুব একটা দেখা যায় না।

শরিফুল শেখের আঁকা মেসির ছবি এলাকার মানুষের মধ্যে নতুন ধরনের আগ্রহ তৈরি করেছে।
তবে শরিফুল শেখের শিল্পীজীবন শুধু মেসির প্রতিকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি জাতীয় কবি, সাহিত্যিক, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি এঁকে পরিচিতি লাভ করেছেন।
বিশেষ করে লালন সাঁইজির প্রতিকৃতি অঙ্কন এবং শিল্পচর্চায় তার নিষ্ঠা তাকে জাতীয় পর্যায়েও পরিচিতি এনে দেয়। তার প্রতিভা ও শিল্পকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে দেশের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’-তে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পান তিনি। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও নির্মাতা ছিলেন কিংবদন্তি গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হানিফ সংকেত।
আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব কুষ্টিয়ার প্রধান উপদেষ্টা এসএম কাদেরী শাকিল বলেন, “লিওনেল মেসি শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি কোটি কোটি মানুষের আবেগ ও অনুপ্রেরণার নাম। শরিফুল শেখ যে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মেসির প্রতিকৃতি এঁকেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। কোনো ধরনের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজের উদ্যোগে এমন শিল্পকর্ম তৈরি করা সহজ বিষয় নয়। আমরা আর্জেন্টিনা সমর্থকরা তার এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এটি শুধু একজন খেলোয়াড়ের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং নতুন প্রজন্মকে শিল্প ও সৃজনশীলতার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে বলেও আমরা বিশ্বাস করি।”
শিল্পবোদ্ধাদের মতে, গ্রামবাংলার মাটি ও মানুষের কাছ থেকে উঠে আসা এমন প্রতিভাবান শিল্পীরা যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে জাতীয় পর্যায়ে আরও বড় অবদান রাখতে পারেন। শরিফুল শেখের মতো শিল্পীরা প্রমাণ করছেন, শিল্পচর্চার জন্য বড় শহর নয়, প্রয়োজন মেধা, অধ্যবসায় ও ভালোবাসা।
রং-তুলিতে ফুটে ওঠা মেসির প্রতিকৃতি আজ শুধু একজন ফুটবলারের ছবি নয়, বরং একজন গ্রামীণ শিল্পীর স্বপ্ন, আবেগ ও সৃজনশীলতার উজ্জ্বল প্রকাশ। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার আড়কান্দী বাজারে তাই দেয়ালজুড়ে আঁকা সেই ছবিগুলো এখন স্থানীয় মানুষের কৌতূহল, প্রশংসা এবং গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে সজীব (২৫) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার সহকারী জিহাদ (১৫)সহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৯ জুন) ভোর ৪টার দিকে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের মিরপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশালের বাবুগঞ্জ থেকে আম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাক নিয়ে রাজশাহীর দিকে যাচ্ছিলেন চালক সজীব ও তার সহকারী জিহাদ।

পথে নয়মাইল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে তাদের ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ট্রাকচালক সজীব নিহত হন।

এ সময় তার সহকারী জিহাদসহ অপর ট্রাকের চালক ও সহকারী আহত হন। আহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দুর্ঘটনায় ট্রাক দুটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ ঘটনায় মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচল বন্ধ থাকলেও প্রায় এক ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

সজীবের মরদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও তিনজন আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরতলীর কানাবিল মোড় এলাকায় মাদকের টাকার জন্য মিম খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী আকাশের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ জুন) ভোরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মিম খাতুনের তানহা নামে পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তিনি হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের ছোট ভাই আবির অভিযোগ করে বলেন, “আমার দুলাভাই আকাশ একজন মাদকাসক্ত। সে প্রায়ই মাদকের টাকার জন্য আমার বোন মিমকে নির্যাতন করত। গত ১ জুন আমার বাড়ি জুগিয়ায় থাকা অবস্থায় আকাশ আমার বোনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

পরে আমার বোন ফোনটি ফেরত নিতে তার স্বামীর বাড়িতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজানো হয়। পরে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।”

ঘটনার সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী শামসুল আলম বলেন, “নিহত মিমের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”

কুষ্টিয়ার মিরপুর রেলস্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ট্রেনের ধাক্কায় শুভ দেওয়ান (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৩ জুন) দুপুরে মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শুভ দেওয়ান রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার পাকড়ী উত্তরপাড়া গ্রামের সেলিম দেওয়ানের ছেলে। তিনি ঢাকার একটি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুভ দেওয়ান ঈদের ছুটিতে বাড়িতে এসে রাজশাহী থেকে ট্রেনে করে কুষ্টিয়ার মিরপুরে বোনের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রেললাইন পার হওয়ার সময় একটি ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির খান বলেন, শুভ দেওয়ান তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিরপুরে দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসছিলেন। মিরপুর স্টেশনে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রেন তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় নানাবাড়ি বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রীর

মৃত্যু

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় পুকুরে ডুবে কণিকা (১০) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার মোড়াগাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কণিকা ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কালীশংকরপুর গ্রামের বিপুল আলীর মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ঈদের ছুটি উপলক্ষে বাবা-মায়ের সঙ্গে সে মোড়াগাছা গ্রামে তার নানা আব্দুর রাজ্জাকের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

কণিকার মামা মিলন হোসেন জানান, ঈদের পরদিন তার বোন স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। রোববার দুপুরে কণিকা ও প্রতিবেশী শিশু রবিন বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত ইটভাটার পুকুরে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে কণিকা পানিতে তলিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা রবিন বাড়িতে ফিরে বিষয়টি জানালে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরের গভীর থেকে কণিকাকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সবুজ সায়েম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল। ফলে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ হয়নি।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে শিশুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি

সংঘর্ষে নিহত ১, সেনাসদস্যসহ আহত ৬০

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সেনাসদস্যদের বহনকারী বাসের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাসযাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে সেনা সদস্যসহ অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। নিহত বাসযাত্রীর নাম জিয়া বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তিনি ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি করেন। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়।

আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে পাবনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কে উপজেলার তালবাড়িয়া হাইস্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ ও আহতরা জানান, একটি ভাড়া করা বাসে প্রশিক্ষণরত সেনাসদস্যরা বগুড়া থেকে খুলনা যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা হিমেল পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সেনাসদস্যদের বহনকারী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এরপর স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনায় আহতদের কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে আহত একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নিহতের নাম জিয়া। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। তিনি ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি করেন।

আহত সেনা সদস্যরা জানান, তারা বর্তমানে সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় রয়েছেন। ঈদুল আযহার ছুটিতে তারা বাড়িতে গিয়েছিলেন। ছুটি শেষে তারা একটি ভাড়া করা বাসে করে খুলনার জাহানাবাদ সেনানিবাসে ফিরছিলেন। ওই বাসে তারা মোট ৪২ জন সেনাসদস্য ছিলেন। পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের বহনকারী বাস। এতে তারা কমবেশি সবাই আহত হয়েছেন। সেনা সদস্যদের অন্তত ১০ জনকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

খবর পেয়ে আহতদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দেখতে যান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) জসীম উদ্দীন। তিনি এসময় জানান, সেনাসদস্যরা নতুন রিক্রুট, তারা প্রশিক্ষণে রয়েছেন। দুর্ঘটনার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৪

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ চারজন আহত হয়েছেন।

শনিবার (২৩ মে) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের ছাতারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- বকুল, সুমন, আকাইলী ও কদভানু। তারা সবাই স্থানীয়ভাবে বিএনপি-সমর্থিত প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে বকুল গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছাতারপাড়া গ্রামে মালিথা বংশ ও মন্ডল বংশের মধ্যে জমিজমা ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এর জের ধরে শনিবার দুপুরে মালিথা বংশের কয়েকজন সদস্য ও সমর্থক একত্রিত হয়ে প্রতিপক্ষ মন্ডল বংশের আব্দুল হান্নানের ছেলে কর্নেলের কৃষিকাজে ব্যবহৃত সেচ মোটর (ডিপ) ঘরে তালা লাগিয়ে দেন এবং তার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের চেষ্টা চালান।

এ সময় কর্নেল ও তার সমর্থকরা বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া- পাল্টাধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। এতে বকুল নামে এক ব্যক্তির পায়ে গুলি লাগে এবং তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সংঘর্ষে মালিথা বংশের বকুল, সুমন ও আকাইলী আহত হন। অপরদিকে, মন্ডল বংশের কর্নেলের মা কদভানু আহত হন। আহতদের দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায়

অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পরিস্থিতি বর্তমানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা করা হয়নি এবং কাউকে আটকও করা সম্ভব হয়নি।

কুষ্টিয়ায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত অন্তত ২০

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও ড্রামট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শনিবার (২৩ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া দক্ষিণ কুঠিপাড়া মসজিদের সামনে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া থেকে পাংশাগামী একটি ড্রামট্রাকের (বগুড়া ড-১১-২৭০৩) সঙ্গে রাজবাড়ী থেকে কুষ্টিয়াগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের (ঢাকা মেট্রো ব-১৩-০০৯৩) মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি পুকুরে উল্টে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যরা উদ্ধারকাজে অংশ নেন। বাসের ভেতরে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে দ্রুত খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ জানান, আহতদের মধ্যে অন্তত ১০ থেকে ১৫ জনের অবস্থা গুরুতর। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা

করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কে অতিরিক্ত গতি, ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং এবং ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। তারা মহাসড়কে কঠোর নজরদারি ও নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেছেন।

ভেড়ামারায় জেলিযুক্ত চিংড়ি বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর জেলিযুক্ত (সিলিকা জেল) চিংড়ি মাছ বিক্রির দায়ে এক মাছ ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে জব্দ করা বিষাক্ত চিংড়ি মাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেড়ামারা উপজেলার একটি বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় চিংড়ি মাছের ওজন ও আকার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ক্ষতিকর সিলিকা জেল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ডা. গাজী আশিক বাহার। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা রাশেদ হাসান।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ডা. গাজী আশিক বাহার জানান, খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। বিশেষ করে মাছের সতেজতা ও ওজন বাড়াতে সিলিকা জেল ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এটি মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

তিনি আরও বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত

থাকবে। একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য বিক্রির আহ্বান জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীতে গোসলে নেমে ২ বন্ধুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় এসএসসি পরীক্ষা শেষে গড়াই নদীতে গোসল করতে নেমে অপূর্ব ইফতি তাইফ (১৮) এবং সাকিবুল ইসলাম (১৯) নামে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গড়াই নদীর হরিপুর ব্রিজের নিচে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিক্ষার্থী অপূর্ব ইফতি তাইফ শহরের সাইফুল ইসলামের ছেলে এবং সাকিবুল ইসলাম নুরুল ইসলামের ছেলে। তারা দুজনই এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তাইফ দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাই স্কুল এবং সাকিবুল কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে দুই বন্ধু গড়াই নদীতে গোসল করতে নামলে একপর্যায়ে তারা পানিতে তলিয়ে যায়।

বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা টের পেয়ে তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মো. ওয়াদুদ হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।’